প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ৩১ মে ২০১২

পাখি

অলস এক পরিযায়ী পাখি

শরীফ খান

নিরীহ ধরনের চাহনি, চলাফেরায়ও কেমন যেন একটা অলস অলস ভাব—নেই চঞ্চলতা বা ব্যস্ততা, যেন বা আপন কাজে দারুণ মগ্ন এক অসাবধানি পাখি। খাবারের খোঁজে মাটির ওপর দিয়ে ছোট ছোট লাফে সামনে এগোবে, মাঝে মাঝে লেজ নাচাবে। অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঘাড়-মাথা কাত করে এদিক-ওদিক তাকাবে। প্রয়োজনে মাটিতে বুক-পেট মিশিয়ে জিরিয়ে নেবে খানিক। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, একটা শুকনো-বিবর্ণ পাতা বুঝি মাটিতে গড়াচ্ছে!

না না, পাতা নয় ওটি, পাখিই। রং এমন যে সহজেই পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। চোখের ওপর দিয়ে যেন কাজলের চওড়া টান। কপালেও লাগানো কাজল। পিঠের দুই পাশে চওড়া কালো টান। লম্বাটে লেজটি ঘিরে চার-পাঁচটি চওড়া বলয়। বলয়ের রং বাদামি-ধূসর। এদের বুকটা অসংখ্য কালো কালো ফুটকিতে যেমন রঞ্জিত, তেমনি মাথা-পিঠ ও ডানার উপরি ভাগে আছে সাদাটে-লালচে-বাদামি ও ধূসর-ছাইয়ের আশ্চর্য সুন্দর সমন্বয়। পা ও ঠোঁট বাদামি। সুন্দর চোখ দুটিতে সর্বদাই একটা ভয় ভয় ভাব লেগে থাকে।

মূলত খোলা মাঠ তথা খোলা ঝোপঝাড়বহুল জঙ্গলের পাখি এরা। শীতের পরিযায়ী এই পাখিটির নাম 'মেঠো কাঠঠোকরা'। ইংরেজি নাম Eurasian wrynreck। বৈজ্ঞানিক নাম *Junx torquilla*। মাপ ১৬-১৭ সেন্টিমিটার। মূলত খাবার সংগ্রহ করে মাটি থেকেই। উইপোকা এবং এর ঢিবির সন্ধান পেলে আনন্দে আত্মতৃপ্তিতে এরা গলায় তোলে একধরনের চাপা শব্দ। পিঁপড়ে এবং এর ডিম-বাচ্চা, পোকা-পতঙ্গই মূল খাবার। খেজুরের রস নলি বেয়ে মাটিতে পড়ে জমা হলে সেখানেও ঠোঁট চালায়। ঠুকরে এরা মাটিতে ছোটখাটো চাষও দিয়ে ফেলে অনেক সময়। মাটিতে নেমে খাবার সংগ্রহে ব্যস্ত অন্য পাখিদের পেছনে পেছনেও ঘুরতে পারে অনিবার্য কারণেই।

উদাস ধরনের পাখি বটে—দারুণ চতুর-বুদ্ধিমান ও সতর্ক পাখি এরা। মনে হয় কিছুই বোঝে না! আসলে বহু চতুর পাখির চেয়েও এরা বেশি বোঝে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তোলা মেঠো কাঠঠোকরা ● ছবি : **শিহাবউদ্দিন**

গুইসাপ-বেজি-বনবিড়ালও এদের পাকড়াও করতে পারে না। বিপদের গন্ধ পেলে স্থির হয়, মড়ার মতো শরীর এলিয়ে দিতে পারে। কাছে গেলে ফুড়ুৎ।

প্রয়োজন ছাড়া ডাকে না এরা—ডাকতেও যেন এদের কষ্ট। শীতে প্রায় সারা দেশেই কমবেশি দেখা মেলে এই পাখিদের।